সাধুকৃপার ফলে সেই শ্রীহরিচরণস্মৃতিসৌভাগ্য যে জন লাভ করিতে পারিয়াছেন, তুচ্ছ ত্রিভুবনের বৈভবের জন্য তিনি যে ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ সেই শ্রীহরিচরণস্মৃতি সুখাস্বাদন হইতে বিচলিত হয়েন না—এটি কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। এই অবস্থাটির নাম ধ্রুবানুস্মৃতি অর্থাৎ এই অবস্থার অপর নাম নিষ্ঠাভক্তি। এই অবস্থাতে বিক্ষেপ, কষায় রসাস্বাদ ও অপ্রতিপত্তি—এই পাঁচটি অনর্থ তাহার হরিচিন্তাময় হৃদকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন শ্রীগঙ্গাজলের স্রোত নির্ব্বাধ গতিতে সিন্ধুর প্রতি গতি করে, কোন বাধার দ্বারাই তাহার গতি নিরোধ করিতে পারা যায় না; তেমনি নিষ্ঠাভক্তি উদয় হইলে তাহার চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রবিষ্ট থাকে বলিয়া কর্ম্ম, রজ, তম, গুণ হইতে সঞ্জাত কাম, লোভ প্রভৃতি রাজস, তামস ভাব তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে অসমর্থ হয়। অর্থাৎ সে অবস্থায় জাগরণ, স্বপ্ন, সুসুপ্তি—এই তিন দশাতে তাহার হরিস্মৃতি অক্ষুন্নভাবেই থাকে। এই অবস্থায় সাধককেও মহাভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, বিষয়-বাসনায় হৃদয় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেই বিষয়াভিসন্ধিতে হরিচরণস্মৃতি হইতে বিচলিত হইয়া থাকে। চিত্তের বিষয়ানুসন্ধানের নামই হরিস্মৃতি হইতে বিলক্ষণ। কিন্তু ভগবৎচরণারবিন্দসেবাসুখ অনুভব করিতে পারিলে বিষয়ানুসন্ধান করার সম্ভাবনাই থাকে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥

যাহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রচুর পরাক্রমশালী চরণযুগলের শাখা-স্থানীয় অঙ্গুলিসমূহের নখচন্দ্রিকাচ্ছটায় কামাদি সন্তাপ নিরস্ত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে কেমন করিয়া বাসনার উদ্গম্ হইতে পারে? যেমন—চন্দ্রোদয় হইলে সূর্য্যসন্তাপ থাকে না, তেমনি যাহার হৃদয়গগনে হরিচরণ-নখচন্দ্রিকা উদয় হয়, সেই হৃদয়ে কেমন করিয়া কামাদিজনিত সন্তাপ উদ্গম্ হইতে পারে? অপর পূর্ব্বোক্ত উত্তম ভাগবতের সকল লক্ষণের সারনিষ্কর্ষরূপ একটি লক্ষণ বলিতেছেন। অর্থাৎ যে লক্ষণ দ্বারা উত্তম ভাগবতকে বিশেষ-রূপে বুঝা যায়, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। ১৯১—১৯৭॥

উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রি চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়শ্চন্দ্রিকা তাপহারিণী দীপ্তিঃ তাপঃ কামাদিসন্তাপঃ। তথা বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘ-নাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ১৯৮॥

টীকা চ—উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাৎ যস্য